যুগান্তর

তারিখ ... 14 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৪ ......

ক্লাস শুরু ১ জুলাই : অস্বস্তিতে ১১ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী

এখনও লেখা শেষ হয়নি একাদশ শ্রেণীর বই

মুসতাক আহমেদ

শুধু ভর্তি নয়, নতুন বই নিয়েও দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুদের। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণরা নতুন কারিকুলামের পাঠ্যবই পড়বে। আর এই বই রচিত হবে নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী। কিন্তু নতুন খবর হচ্ছে— তা এখন পর্যন্ত লেখাই শেষ হয়নি। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) সোমবার পর্যন্ত বইয়ের খসড়া পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছে। এখন তা মূল্যায়নসহ ৭-৮টি ধাপ পেরিয়ে ছাপানোর অনুমোদন মিলবে।

উচ্চ মাধ্যমিকের বইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুরবস্থায় রয়েছে বাংলা ও ইংরেজি বিষয় দুটি। মোট ৩৫টি বইয়ের মধ্যে এ দুটি সরকার বা এনসিটিবি ছাপে। বাকিগুলো বেসরকারিভাবে অনুমোদনের মাধ্যমে সরকার ছাপানোর অনুমোদন দেয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সোমবার পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাধীন ওই বই দুটি কারা লিখবেন— সে সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়নি। এ অবস্থায় কবে লেখক প্যানেল ঠিক হবে আর তারা বই লিখে সম্পাদনা শেষে জমা দেবেন এবং কারিগরি কাজ শেষে ওই বই আলোর মুখ দেখবে— এ নিয়ে ঘোরতর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র জানিয়েছে, পাঠ্যবই নিয়ে এই অনিশ্চয়তার জন্য মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবির একটি সংঘবদ্ধ চক্র দায়ী। প্রায় ৫ মাস আগে বইয়ের কারিকুলাম লেখা হলেও তা রহস্যজনক কারণে ফাইলবন্দি করে রাখা হয়। বিলম্বে তা অনুমোদন দেয়ার কারণে পাণ্ডুলিপি আহ্বানও পিছিয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, বাংলা-ইংরেজি বই লেখার কাজ পিছিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে এনসিটিবিতে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতি। অভিযোগ রয়েছে, সরকারের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজের পছন্দের লোককে এনসিটিবির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগের জন্য গোটা প্রক্রিয়া ঝুলিয়ে দেন। পাঠ্যপুস্তকে ইসলামবিরোধী ও যৌনতানির্ভর তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ার দায়ে প্রকাশ্যে দুই মন্ত্রী বিদায়ী চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু এরপরও তাকে আবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় ফাইল পাঠায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। ফলে তা নাকচ হয়ে নতুন প্রস্তাব যাওয়াসহ গোটা প্রক্রিয়ায় ১ মাসেরও বেশি দিন সময় নেয়। এ সময়কালে ওই পদ শূন্য ছিল। বৃহস্পতিবার নতুন চেয়ারম্যান যোগদানের পর তড়িঘড়ি করে ফাইল তৈরি করা হয়। তা এখনও মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে এনসিটিবির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ রহমান বলেন, ১ জুলাই ক্লাস শুরু হবে নতুন ব্যাচের। তা এখনও ৫০ দিনেরও বেশি দূরে। তার আগে সব বই বাজারে যাবে। এ নিয়ে কোন সংকট হবে না বলে তিনি জানান। এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, দু'দিন আগে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। এ কারণে নতুন বইয়ের পরিস্থিতি বিস্তারিত তার জানা নেই। উল্লেখ্য, এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট পাস করেছে ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭৮ জন।

হয়নি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

হয়নি : লেখা শেষ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কারিকুলাম বদলাবার : নতুন বইয়ের কারিকুলাম প্রণয়ন শেষ হয় গত বছরের ২১ নভেম্বর। কিন্তু তা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি। তিন মাসেরও বেশি সময় কারিকুলাম ছিল মন্ত্রণালয়ে। আবার অনুমোদনের একমাস পর ৬ মার্চ বিভিন্ন সংবাদপত্রে নতুন পাঠ্য বইয়ের পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কারিকুলাম অনুমোদন বিলম্বিত করার পেছনে বই দখলে নেয়ার একটিমাত্র অসৎ উদ্দেশ্যই বিদ্যমান। অর্থাৎ কম সময় দিয়ে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করা হলে অনেকেই এ সময়ের মধ্যে বই লেখা শেষ করতে পারবেন না। ফলে কারিকুলাম প্রণেতাদের মধ্যে বা এনসিটিবির কর্মকর্তাদের মধ্যে অথবা এনসিটিবি থেকে যেসব প্রকাশক ও লেখক গোপনে কারিকুলাম সংগ্রহে নিয়েছেন, কেবল তারাই বই জমা দিতে পারবেন কিংবা বেশি সময় পেয়ে তারা মানের ভিত্তিতে ভালো বই রচনা করে অনুমোদন বাগিয়ে নেবেন। এভাবে বইয়ের বাজারও দখলে নিতে পারবেন তারা।

অনুমোদন প্রক্রিয়া : সূত্র জানায়, পাণ্ডুলিপি জমা নেয়ার পর তা এনসিটিবিতে তিন সদস্যের কমিটিতে মূল্যায়ন, এরপর তত্ত্বাবধায়ক মূল্যায়ন, প্রকাশকের তা সংশোধন, ফের তা এনসিটিবিতে নিরীক্ষা শেষে ছাপার অনুমতি মিলবে। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে ছাপার সময় কম মিলবে।

আরও বাধা : অভিযোগ উঠেছে, এনসিটিবির একটি চক্র বিষয়প্রতি ৩ থেকে ৫টি করে বই অনুমোদন দেয়ার পাঁয়তারা করছে। কিন্তু এটি করা হলে শিক্ষার্থীরা 'মনোপলি' (একচেটিয়া) ব্যবসার শিকার হবেন। এছাড়া সিন্ডিকেটের বই অনুমোদন পাওয়ার আশংকাও করছেন অনেকে। তাই লেখক-প্রকাশকরা তাদের বই অনুমোদন পাবে কিনা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। তারা মানসম্মত সব বই অনুমোদন দেয়ার দাবি করেছেন।

নতুন বইগুলো : নতুন শিক্ষানীতির আলোকে এবার সরকার উচ্চ মাধ্যমিকে মোট ৩৫টি বই প্রবর্তন করার চিন্তাভাবনা করছে। এর মধ্যে দুটি একেবারেই নতুন পাঠ্য হবে। ওই দুটি হচ্ছে— ক্রিমিনাল অ্যান্ড হসপিটালিটি এবং ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা। সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া সাচিবিক বিদ্যা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বাকি বিষয়গুলোর মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি চারটি পত্র। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, পরিসংখ্যান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, ভূগোল, ইসলাম শিক্ষা, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, শিল্প বিপণন, খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, লঘু সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কৃষি শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ। প্রত্যেকটি বিষয়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র থাকবে।